বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা কি ? কি পদ্ধতিতে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয় ? স্থানীয় ক্রয় বা লোকাল বিবিএলসির মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্য আমদানি প্রাপ্যতার অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা ?

বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক মেয়াদে উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী ইন-টু-বন্ডযোগ্য কাঁচামালের যে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় তাই সাধারণতঃ বাৎসরিক আমদানি প্রাপ্যতা নামে পরিচিত। তবে সরাসরি রপ্তানিকারক পোষাক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে ইউডি ও রপ্তানি ঋনপত্রের চাহিদা মোতাবেক কাঁচামাল ও আনুসাংগিক দ্রব্যাদি আমদানি করতে পারেন। তবে কম্পোজিট নীট পোষাক রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে ডাইং ও প্রিন্টিং সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল আমদানির জন্য বাৎসরিক প্রাপ্যতা গ্রহণ করতে হয়। বার্ষিক প্রাপ্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্ববর্তী মেয়াদের তদন্ত/অডিট সম্পন্ন ও উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন আদেশ আদেশ নং- ১৪/২০০৮ তারিখ: ২৯/০৬/২০০৮ এবং এর সংশোধনী প্রজ্ঞাপন আদেশ নং-১৫/২০০৮ তারিখ: ২৩/১১/২০০৮ এর অনুচ্ছেদ-৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ হয় ঃ-

যেমন ঃ

(১) উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদানযোগ্য। পুরাতন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারন না থাকে তবে লাইসেন্স নবায়ন পর্যায়ে প্রচলিত নিয়মে উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করতে হবে;

(২) যে মেয়াদের জন্য প্রাপ্যতা প্রদান করা হবে এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি ও ব্যবহৃত কাঁচামালের সাথে ২০% যোগ করে মজুদসহ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক ৮০% পর্যন্ত নির্ধারণ করা যাবে। তবে এ পদ্ধতিতে নির্ণয়নকৃত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ৬০% নীচে হলে মজুদসহ উৎপাদন ক্ষমতার ৬০% এর সমপরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এরূপ হিসাবে নিরূপিত আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ যদি আমদানি কালে অসুবিধা হয় তবে এক কন্টেইনার সমপরিমাণ বা এমন পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে যাতে আমদানি করতে সুবিধা হয়;

(৩) বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করার পর যদি সংশ্লিষ্ট মেয়াদের কোন সময় প্রাপ্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে বিগত সময়ের ব্যবহৃত কাঁচামালের আনুপাতিক হারে অব্যবহিত পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদের জেরসহ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক ৮০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

(৪) চলমান মেয়াদের কোন পর্যায়ে মেশিনারীজ অপসারিত ও সংযোজন হলে প্রচলিত নিয়মে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন আমদানি ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি করে নিরূপনপূর্বক নূতনভাবে নিরূপিত উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আমদানি প্রাপ্যতা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে হবে;

(৫) কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ, দাবীনামা থাকলে ও কর্তৃপক্ষের আইনানুগ নির্দেশ পরিপালনে ব্যর্থ হলে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাবে না। আবার শুল্ক আইনের ২০২ ধারা কার্যকর থাকলে প্রাপ্যতা প্রদানযোগ্য হবে না।

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

(৬) পণ্য উৎপাদনে যে সকল কাঁচামাল প্রয়োজন সে সকল কাঁচামালের প্রাপ্যতা পৃথক পৃথকভাবে Input Output Co-efficent এর ভিত্তিতে নির্ধারণযোগ্য হবে। এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন আদেশ নং- ১৪/২০০৯ তারিখ: ২৯/০৬/২০০৮ এর অনুচ্ছেদ-৮ যথাযথভাবে অনুসরণযোগ্য।

স্থানীয় ক্রয় বা লোকাল বিবিএলসির বিপরীতে সংগৃহীত কাঁচামাল নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যথারীতি এ সকল কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারের ইন-টু-বন্ড ও যথাযথ দলিলাদির ভিত্তিতে এক্সবন্ড করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন আদেশ নং- ১৪/২০০৮ তারিখ: ২১/০৬/২০০৮ এর অনুচ্ছেদ-৬-এ বর্ণিত(ক) অনুযায়ী কোন মেয়াদের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের সমাপনি জেরসহ একত্রে কোন ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ৮০% এর বিশী হবে না তা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় বিবিএলসির বিপরীতে সংগৃহীত কাঁচামাল মূল্য সংযোজন কর মুক্ত হিসাবে ক্রয়কৃত যা আমদানির পর্যায়ভুক্ত।